43

২০ DEC ১৯৯৬

সংবাদ

# ইংলিশ মিডিয়াম

কমলেশ রায়

প্রধান রচনা



যেকোন ভাষা পরিপূর্ণভাবে শেখার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। পড়া, বলা এবং লেখা। কারণ পড়া আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। বলা আমাদের চিন্তাধারাকে যুক্তি-যুক্ত অবস্থায় প্রকাশ করে, কথা বলার জন্য অনবরত শব্দ যোগান দেয়ার উপযোগী করে তোলে। আর লেখা–ভাষাকে সুন্দর, কার্যকরী ও সাবলীল করে। এছাড়া শোনাও ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বড়সড় ভূমিকা রাখে। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। আধুনিক বিশ্বে ইংরেজি ছাড়া একপা এগুনোর কায়দা নেই। তাই আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশেও বেশ জোরেশোরেই শুরু হয়েছে ইংরেজি চর্চা। ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকাগুলোতে মোড়ে মোড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। আগে এসব স্কুলে পদচারণা ঘটত শুধু উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে–মেয়েদের। মধ্যবিত্তরা চিরকালই মধ্যবিত্তের খোলস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়িয়ে রাখে। আজকাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রতি তারাও ঝুঁকেছে। নিজের ছোট্ট বাচ্চাটা যখন গেঁয়ো ইংরেজি উচ্চারণের ভুলটা ধরিয়ে দেয় তখন কিঞ্চিৎ লজ্জা পেলেও বুকটা ভরে ওঠে। সন্তানটার কথার স্টাইলে বাবা–মা মুগ্ধতায় বরফের মতো গলতে থাকে। কানে অনবরত ভেসে আসা– হাই ম্যাম, হই ড্যাড জীবনকে সার্থক করে তোলে। 'ইউ ক্যান্ট ডু দ্যাট'– মোলায়েম স্বরের এই বারণে হয়ত ইচ্ছা থাকলেও কাজটি শেষ পর্যন্ত করা যায় না।

**কেন এই লুকোচুরি ঃ** ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর পরিবেশ, আবহাওয়া, চলন–বলন দেশের আর পাঁচটা স্কুল থেকে আলাদা সে কথা বলাই বাহুল্য। তারপরও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ঢুঁ মেরে আমার মনে হয়েছে এরা কেন যেন নিজেদের আড়াল করে রাখতে ব্যস্ত। নানান ধরনের অজুহাতে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যাওয়ার কায়দাও এরা শিখেছে বেশ সাহেবী কায়দায়। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। আজ আমি স্কুলের রেজাল্টের কাজে ব্যস্ত জানুয়ারির দিকে আসুন। আপনি খুব খারাপ সময়ে এসেছেন আমি পাঁচ মিনিট বাদেই বেরুব। কর্ণধারদের ভদ্রতানামা। কলিগরা একটুও মুখ খুলতে নারাজ– সব জানে আমাদের প্রিন্সিপাল। একজন অন্য কলিগের চটকানি খেলেন আমাকে শুধু প্রিন্সিপালের ফোন নম্বরটা দিয়েছেন বলে। হোয়াইট হার্ট টিউটোরিয়ালের প্রিন্সিপাল নিয়াজুল ইসলাম রাখ–ঢাকের ধার না ধেরে বলেই বসলেন– 'দেখুন, কিভাবে আমি স্কুলটা চালাই, কতজন ছাত্র, কত বেতন এগুলো নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা জানানোর জন্য আমি কারো কাছে দায়বদ্ধ নই। গোয়েন্দা বিভাগ, ইনকাম ট্যাক্সের লোক হলে অবশ্য আলাদা কথা। আপনি এবার আসুন।' প্রচার, বিজ্ঞাপন, ব্যানার সবই চলেছে। তাহলে কেন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে তাদের এই লুকোচুরি। গোড়ায় কোন গলদ নেই তো?

**স্কুল ক্যাটাগরি ঃ** ঢাকা শহরে সবদিক মিলিয়ে 'এ' ক্যাটাগরির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে মাত্র তিনটি। মানারাথ, স্কলাস্টিকা ও ম্যাপেল লিফ। ক্যাম্পাস, তার পরিবেশ– এদিক দিয়ে চিন্তা করলে মানারাথের নামই প্রথমে আসে। ধানমন্ডি, গুলশান– দু' জায়গাতেই রয়েছে স্কলাস্টিকার শাখা। 'বি' ক্যাটাগরির স্কুল হল অক্সফোর্ড, গ্রীন হেরাল্ড, সানবিমের মতো স্কুলগুলো। 'সি' ক্যাটাগরির স্কুল অসংখ্য। একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্ণধার জানালেন– 'শুধু ধানমন্ডিতেই অন্তত চল্লিশটার মতো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে।'

**কেন পড়াই, কেন পড়ি ঃ** মিরপুরের এক অভিভাবক নাম রেজাউল করিম। ছেলে মেহেদী মিরাজ পড়ে ধানমন্ডির গ্রীন জিম্‌স ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। রেজাউল করিমকে জিজ্ঞাসা করলাম– কেন ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াচ্ছেন? জবাব– 'ইংরেজিটা ভাল করে শিখবে বলে।' শুধু এই কারণেই? 'না, ভবিষ্যতে ভালভাবে উচ্চশিক্ষা নিতে পারবে। বাইরে পড়তে গেলেও একটু বাড়তি সুবিধা পাবে। তাছাড়া ইংরেজি ছাড়া আজকাল কি চলে?' পাশের ফ্লাটের বা বন্ধুর বাচ্চারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে– তাই নিজের বাচ্চাদেরও ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করতে হবে, এ রকম ইগোও অনেক সময় কাজ করে থাকে। মাহের স্কলাস্টিকা গুলশান শাখার স্ট্যান্ডার্ড থ্রিতে পরীক্ষা দিয়েছে। এবার স্ট্যান্ডার্ড ফোর–এ উঠবে। বললাম কেন তুমি স্কলাস্টিকায় পড়? মাহের বলল– সবাই বলে এটি ভাল স্কুল। মাম্মি তা ভর্তি করে দিল। তোমার কি মনে হয়? স্কুলটাকে আমার খুব ভাল লাগে। এখানে লেখাপড়া করেও বেশ মজা। কথাগুলো মাহের বলছিল স্পষ্ট উচ্চারণের ইংরেজি মিশিয়ে।

**কেন ভর্তি হবে ঃ** কেন ছেলেমেয়েদের বাবা–মা'রা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করবে? এ প্রশ্নের জবাবে মেরী কুরী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা– প্রিন্সিপাল মিসেস সাকেবা আলী বললেন– আমরা বাঙালি। বাংলা মিডিয়ামের লেখাপড়াকে আমি বিন্দুমাত্র অস্বীকার করি না। কিন্তু বাংলা মিডিয়ামের স্কুলগুলোতে ইংরেজি শিক্ষার অবস্থা এত করুণ যে, অনেক সময় এম এ পাস করেও ভালমত একটা লাইন পর্যন্ত লিখতে পারে না। ইংরেজি মিডিয়ামে পড়লে অন্তত এই অসুবিধাটুকু হয় না। তাছাড়া এসব স্কুল থেকে লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েরা ভাল চাকরি পায়। আমার স্কুলের কথাই ধরুন– আমি মাত্র তিন বছরের বাচ্চাকেও কম্পিউটার অপারেট করতে দেই। ওরা যখন দেখে কম্পিউটারের মধ্য দিয়ে বর্ণমালাগুলো আসছে তখন সেগুলো সহজেই ওদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়। ইংলিশ মিডিয়াম

## কয়েকটি স্কুল, ঠিকানা

| | | |
|---|---|---|
| ● স্কলাস্টিকা | প্লে গ্রুপ থেকে এ'লেভেল | ৮১৬০২১ (ধানমন্ডি)<br>৮৮৯৮২৭<br>৬০৫৮৪৫, (গুলশান) |
| ● গ্রীন জিম্‌স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল | ঐ | ৫০৬২০৫ |
| ● মেপেল লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল | ঐ | রোড নং–১৭এ,<br>ধানমন্ডি, বাসা নং–৬১ |
| ● এ.বি.সি | ও লেভেল, এ' লেভেল | ৮৬০২৭৪ |
| ● ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল | প্লে গ্রুপ থেকে ও' লেভেল | ৯১১৪২২৮<br>৮০৪৮০৭ |
| ● লাইসিয়াম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল | ঐ | ৫০৪০০৭, ৮৬০৭৬৬ |
| ● ডন গ্রামার স্কুল ইন গুলশান | ঐ | ৬০৩৭৯৬, ৬০১৬২১ |
| ● বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়াল, উত্তরা | ঐ | ৮৮১০৬৫, ৮৮৫৭৭৯ |
| ● স্যালভেশন স্কুল | ঐ | ৮১০৬৩৩ |
| ● সয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল | ঐ | ৩২৫৫২২ |
| ● ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল | | |
| ● স্কুল এন্ড কলেজ (ডিস্ক) | প্লে গ্রুপ থেকে গ্রেড এইট | ৮৬৩১৬৩, ৮৬৬৮৩১ |
| ● মেরী কুরী স্কুল | প্লে গ্রুপ থেকে গ্রেড সেভেন | ৫০০৪৫২, ৮৬৫৭৫৯ |
| ● হোয়াইট হার্ট টিউটোরিয়াল | প্লে গ্রুপ থেকে গ্রেড ফাইভ | ৫০২৯৮৫ |
| ● আরলি লারনিং স্কুল | প্লে গ্রুপ থেকে গ্রেড ফাইভ | ৫০৮৮৫০, ৫০৫৮৬৬ |